



109201 - নও মুসলমিকে ইসলামী বধি-বিধান ক'এক ধাপেই শেখোনো হবো?

প্রশ্ন

নও মুসলমিকে ক'ইসলামের যাবতীয় অনুশাসন ও বধি-বিধান একধাপেই শেখোনো হবো; নাকি ধাপে ধাপে শেখোনো হবো? এক্ষেত্রে মৌলিক বিশ্বাসগুলো আগে শুরু করা হবো; নাকি ফরয ও হারাম সংক্রান্ত মৌলিক বধি-বিধানগুলো আগে শুরু করা হবো?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এ প্রশ্নোত্তরে মানদণ্ড হচ্ছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দাওয়াত দায়ের জন্য যো দাঈদেরকে পাঠাতো তাদেরকে যো নরিদশে দতিনে সটো দখো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দাঈদেরকে ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠাতো তখন তিনি তাদেরকে নরিদশে দতিনে তারা যনে প্রথমতে তাওহীদরে (আল্লাহর একত্ববাদরে) দাওয়াত দয়িে শুরু করে। এরপর নামায়রে দাওয়াত দয়ে। এরপর রোযা ও হজ্জরে সময় এলে যনে এ দুইটির দাওয়াত দয়ে। তিনি মুয়ায (রাঃ) কে ইয়মেনে পাঠয়িছেনে এবং তাকে নরিদশে দয়িছেনে তিনি যনে তাদেরকে তাওহীদরে (আল্লাহর একত্ববাদ) দকিে আহ্বান করেনে। যদি তারা এতে সাড়া দয়ে তাহলে তিনি যনে তাদেরকে নামায়রে দকিে দাওয়াত দনে। যদি তারা তাতোে সাড়া দয়ে তাহলে তিনি যনে তাদেরকে যাকাতরে দকিে দাওয়াত দনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা ও হজ্জরে কথা উল্লেখ করেননি। যহেতে তিনি তাকে যখন পাঠয়িছেনে তখন রোযা ও হজ্জরে মৌসুম ছিল না। কেননা তিনি তাকে পাঠয়িছেলিনে দশম হজিরীর রজব মাসে; তখনও হজ্জরে বেশে কিছু সময় বাকী ছিল। আর রোযার বিষয়টি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হকেমত ছিল যো, তিনি দাওয়াতরে টার্গেটকৃত ব্যক্তিদেরকে ইসলামের সকল অনুশাসনের দকিে একসাথে দাওয়াত দয়িে তাদেরকে ভড়কে দতিে চাননি। এ ধরণরে হকেমত আল্লাহ তাআলার বাণী: "আপনি আপনার প্রভুর দকিে দাওয়াত দনে হকেমতসহকারে"। [সূরা নাহল, আয়াত: ১২৫] এর মধ্যে পড়বে।

ইসলাম গ্রহণ করার অব্যবহতি পরে ইসলামের শাখা বধি-বিধানগুলো (যমেন- দাঁড়লিম্বা রাখা, টাকনুর নীচে প্যান্ট না পরা) বরণনা করা শুরু করবে?

এক্ষেত্রেও আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ মনে চলা বাঞ্ছনীয়। প্রথমতে ইসলামের মৌলিক বধি-বিধানগুলোর দকিে দাওয়াত দতিে হবো। যখন ইসলাম তার অন্তরে স্থান করে নবি, ইসলামের প্রতি তার মন প্রশান্ত



হবে তখন ক্রমধারায় প্রথমবে বশে গুরুত্বপূর্ণ তারপর এরচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দকি দাওয়াত দতি হবে। এটি হচ্ছে- শরয়ি (আইনগত) ও কাউনি (সৃষ্টিগত) নয়িম। দেখুন, ভরূণেরে গঠন কভাবে একটু একটু করে বাড়ি। চারটি ঋতুর পরবির্তন কভাবে ক্রমধারায় হয়ে থাকে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কভাবে ক্রমান্বয়ে ঘটে থাকে। যদি আমরা সকল অনুশাসন মনে চলার নরিদশে দতি যাই কথিবা শখোত যাই তাহলে লম্বা সময় লগে যাবে এবং হতে পারে এটা তাকে ইসলামেরে প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলবে।[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এর আল-ইজাবাত আলা আসইলাত জালিয়াত (কম্যুনটিরি প্রশ্নোত্তর)[পৃষ্ঠা- ১/২৭-৩০]